হিতদীপ।

অর্থাৎ

বালক বালিকা গণের শিক্ষার্থ হিতগর্ভ

উপদেশাবলী।

আহীরীটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

শ্রীগুরুনাথ সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৪৪ নং, মাণিকতলা ষ্ট্রীট্—স্কুল্‌বুক্‌ প্রেসে

শ্রীচণ্ডীচরণ রায়-দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

হিতদীপ

অর্থাৎ

বালক বালিকা গণের শিক্ষার্থ হিতগর্ভ

উপদেশাবলী।

আহীরীটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

শ্রীগুরুনাথ সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৪৪ নং, মাণিকতলা ষ্ট্রীট্—স্কুল্‌বুক্ প্রেসে

শ্রীচণ্ডীচরণ রায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

প্রণাম।

নমি আমি পরম পুরুষ সনাতনে
ব্যাঘাত বিপদ যায় যাঁহার স্মরণে।
জননী জনক দোঁহে নমি এক মনে
অতুল যাঁদের দয়া নিখিল ভুবনে।

নমি সে সুগুণশীলা জনকনন্দিনী
রাম-হৃদি সরে যিনি ফুল্ল কমলিনী।
যাহার আশ্রয় লাভে রতন-আকর,
এ ভুবনে অদ্বিতীয় রতন-আকর
হইলা কলুষহীন বিমল চরিত,
করিলা কবিতা রসে জগৎ মোহিত।
ধন্য ধন্য তুমি মাতঃ! কমলা-রূপিণি।
শিখুক চরিত তব নিখিল-কামিনী,
ঘোষুক তোমার যশঃ দেশ-দেশান্তর,
পূরুক তোমার সুত বাসনা নিকর।
এস মা বিমলে! কর কৃপা দৃষ্টিপাত,
যেগুণে নীরস তরু ধরে রসজাত,
যেই কৃপা গুণে আদি-কবিতা সৃজন,
দয়াশীলে! সেই কৃপা কর বিতরণ।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

রবিশশি-করে বটে আলোকে ভুবন,
মন্দির অন্তর-তম কিন্তু নাহি যায়,
লঘু দীপ সে তিমিরে বিদূরে যেমন,
তথা হিত হিতদীপ শিশুর হিয়ায়।

লেখক লোলুপ নহে কবিযশ তরে,
ইহার নহে ত হেতু বন্ধু-অনুরোধ,
সখা-শতদলে ফুল্ল রাখা ভব সরে
চিরদিন—নহে হেতু; শুধু শিশুবোধ।

সংস্কৃত-সাগর মাঝে পেয়ে মণিচয়
লভিয়া প্রকৃতিদেবী প্রসাদ রতন,
করিয়া যতন এই রতন-নিচয়
মালাকারে শিশুগণে করিনু অর্পণ।

আশুতোষ শিশুগণ লভে উপকার
যদি এ মালিকা গলে করিয়া ধারণ
তা'হলে সফল জানি আয়াস স্বীকার
আনন্দ নীরধি নীরে হইব মগন।

উৎসর্গ পত্র।

অশেষ গুণালঙ্কারভূষিতা চিরানুগ্রহকারিণী

শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবীর

প্রেমসমুজ্জ্বল বিমল করকমলে

কৃতজ্ঞতার

নিদর্শন-স্বরূপ

এই গ্রন্থোপহার

প্রেমোপহাররূপে

সাদরে

সমর্পণ করিলাম।

ইতি।

গ্রন্থকার।

হিতদীপ।

সূর্য্য।

কে তুমি উজল কর সোণার কিরণে
নিত্যনিশা-অবসানে পূরব-গগনে,
পরে প্রাচী পরিহরি পশ্চিম আকাশ
ক্রমশঃ আপন করে কর সুবিকাশ ?
নিরখি তোমায়, পায় নবীন জীবন
সুবোধ অবোধ জীব, তরু লতা গণ,
তাই হে তোমার গুণ বিহগ-নিকর
মধুর কাকলী যোগে গায় নিরন্তর,
সুশীতল সমীরণ বহে ধীরে ধীরে,
ত্যজে তরু আনন্দ-জনিত আঁখি-নীরে,
বিকাশে কুসুম কলি অলি-শোভমান,
রজতে সুনীল মণি যেন বিদ্যমান।
বকুল সুরভি ফুল করি বরিষণ,
শেফালিকা সনে করে তোমার পূজন।

প্রফুল্ল অন্তরে ধায় প্রান্তরে গো-কুল
হেরিতে তোমায় কেবা না হয় আকুল ?
মানব——নিখিল-জীব বরীয়ান যত
তাদেরো অনেকে তোমা পূজে বিধিমত।
পূজিতে বিজ্ঞানবিদ্ নাহি দেয় সায়
নাহি পূজে সচন্দন কুসুমে তোমায়
সত্য বটে ; কিন্তু তারা তব গুণচয়
দেবের অধিক করি গায় মহীময়।
কে তুমি ? কেমনে তব জানি বিবরণ ?
কোথা হ'তে পাও তুমি এ হেন কিরণ ?
যাহে আলোকিত কর নিখিল সংসার,
বিতরিয়া তাপে, শীত নিবার সবার।
প্রতিদিন হয় যেন সৃষ্টি অভিনব,
তোমার প্রসাদে দেব বিচিত্র এ ভব ;
দিবা-নিশা ভেদ হয় তোমারি কৃপায়,
ঋতুভেদ তব গুণে হেরি এ ধরায়।
হরষে বরষে বারি বারিদ মণ্ডলে
—জীবের জীবন, শুধু তব কৃপাবলে ;
মহীর দূষিত বায়ু শোধন কারণ
ঝটিকা তোমারি তরে, কুশল সাধন !
সুধাংশুর সুধাময় কিরণ-নিচয়
তব তেজঃ প্রতিবিম্ব বিনা কিছু নয়,

বিশ্বের সুদৃশ্য যত তোমারি কারণ,
তোমারি দয়ায় হয় কাল-নিরূপণ !
জগত-সবিতা তুমি জীবের নয়ন,
তুমি হে করুণাসিন্ধু, জগত-জীবন।
তব গুণ বর্ণিবারে কে পারে ভুবনে,
জীবিত, ফলিত যত তোমারি কারণে।
কিন্তু তুমি প্রতিবিম্ব প্রকৃতি দর্পণে
অনাদি অনন্ত যেই জ্যোতি-পরশনে,
সে জ্যোতি কেমন জ্যোতি ওহে জ্যোতির্ম্ময় ?
বারেক বল হে মোরে করিয়া নিশ্চয়।

জননী।

যতেক আছেন গুরু এ বিশাল ভবে,
মান্যতমা গরীয়সী জননী সে সবে।
নয় মাস দশ দিন ধরেন জঠরে
কঠোর নিয়ম পালি সুত-শুভ তরে ;
শরীর-নিঃসৃত স্তন্য সুধারস দানে
বাঁচান যে জন নিরুপায় সুত গণে,
সমলে বিমল বোধ সন্তানের তরে
করেন যে জন সদা সানন্দ-অন্তরে,

সুতের সুখের তরে নিজ সুখ যত
ত্যজেন সরল ভাবে যে জন সতত,
দয়ার নিধান যিনি স্নেহের সাগর.
কে আছে সমান তাঁর ভুবন-ভিতর ?
এ হেন জননী বাণী ওহে শিশুগণ,
যে জন না পালে, তার বিফল জীবন।
এ হেতু পূজহ সদা জননী-চরণে,
প্রত্যক্ষ দেবতা মাতা ভাবি মনে মনে।
সুতের বদনশশী হেরিবার তরে
সহেন যে দুঃখরাশি মাতা অকাতরে,
শোধিতে সে ঋণ-রাশি মানব কখন
পারে না ধরিয়া মরি বহুল জীবন।
জনকের দশগুণ, নিখিল ভুবন,
জননীর সম নাহি হয় কদাচন ;
জঠরে ধারণ আর পোষণের তরে
গুরুতরা হন মাতা সবার উপরে।
অতএব শিশুগণ সদা এক মনে,
রত রও জননীর আদেশ পালনে ;
শুনাও তাঁহারে সদা মধুর বচন,
দেখাও তাঁহারে সবে প্রিয় আচরণ ;
সতত ভকতি কর, দুখরাশি হর,
রাখিতে তাঁহায় সুখে সুখ পরিহর।

অগ্রজ, অনুজ কিংবা অন্য পরিজন
যদি বলে প্রতিকূলে মাতার বচন,
সে বাণী বিষের সম জীবন-নাশন
ভাবিয়া, ত্যজহ সদা ওহে শিশুগণ!
হউক জলধি-জলে কায় নিমগন,
প্রবল অনল কিংবা নাশুক জীবন,
বিষাক্ত বিশিখে হৌক হিয়া-বিদারণ
তথাপি জননী-বাণী করোনা হেলন।

জনক।

কে তব পালন তরে, করে অনুক্ষণ
শোণিতে সলিল করি ধন উপার্জ্জন?
বিদেশে স্বদেশ সম করে বিচরণ
বিয়োগ-রোগের ভয় না করি কখন?
কে তব মানস-ভূমি (হেরি সুসময়),
কর্ষণে কণ্টক নাশি করে শোভাময়?
তাহে উপদেশ-বীজ করিয়া বপন
সুফলের আশে কে বা করয়ে যতন?
তাহাতে অঙ্কুর মরি হেরি কোন্ জন
আনন্দ-নীরধি-নীরে হয় সুমগন?

তামস-নিস্তার তরে মানস-ভবনে
কে জ্বালয়ে জ্ঞান দীপ শৈশব-যৌবনে ?
কাহার প্রসাদে তুমি হেরিলে অবনী,
যাহাতে অতুল শোভা দিবস-রজনী ?
কোন্ জন রাখে তব জীবন-তপনে
তপন-তনয়-রাহু হতে অনুক্ষণে ?
নিখিল পুরুষ হতে ভকতি-ভাজন
পূজনীয় হয় সদা তব কোন্ জন ?
জান কি তাঁহারে তুমি চপল-হৃদয় !
সে জন জনক তব আর কেহ নয়।
যদি নরাকার পশু নামে কর ভয়,
যদি সুখ-শান্তি-আশা তব মনে রয়,
যদি প্রতি উপকার করণীয় জান,
পরম ধরম যদি ভকতিরে মান,
তাহলে সতত রত হও এক মনে
নিখিল পুরুষ-গুরু পিতার সেবনে।

শিক্ষক।

শীলতা, বিনয়, বোধ, বহু শ্রম আর
প্রগাঢ় ভাবনা যেই কার্য্যের সাধন,
নিখিল সংসার যাহে পায় উপকার
যাহা বিনা তমোময় হেরি এ ভুবন ;

তা হতে গৌরব-পদ কিবা আছে আর ?
এ হেতু শিক্ষক-কার্য্য সম্মান-আধার।

যেমতি ভিষকগণ ভেষজ বিধানে
নীরোগ করিয়া লোকে প্রদানে জীবন,
উপদেশ-দাতা তথা উপদেশ-দানে
নাশি তমঃ দেন জ্ঞান জীবন-জীবন।

যাঁহার কৃপায় শিশু বোধ-বিরহিত,
বিবেক-বিহীন, তমো মলিন-হৃদয়,
দারুর পুতলী সম অপর-চালিত,
বিজ্ঞান-গণিত-ধনে মহাজন হয়।

যাঁহার করুণাগুণে বালক অবল
নিখিল জীবের 'পরে অধিপতি হয়,
জানিয়া জগতী-পতি নিয়ম সকল
সুখের নীরধি-নীরে নিমগন রয়।

তিনি হে পরম পূজ্য আচার্য্য তোমার,
জননী-জনক বিনা বিশাল ভুবনে
না হেরি ভকতি-পদ সমান তাঁহার,
রত রবে সদা তাঁর আদেশ-পালনে।

কঠোর শাসন তাঁর জেনো শুভময়,
কটুবাদ সাধুবাদ প্রাপণ-কারণ,

হে শিশু, বুঝিবে আশু কত সুখময়—
—মধুময়—সুধাময় তাঁর আচরণ।

সহোদর ও সহোদরা।

সোদর সোদরা মরি কি সুখের ধন,
বিতরে আনন্দ সুধা নিয়ত যাহায়,
এ ধন-গৌরব-সুখ জানে সেই জন
বিপদে পতিত যেই হয়েছে ধরায়।

হায়রে, এ ধন বিনা কত দুখ ভার
এ ধন-বিহীন-বিনা জানে কি তা পরে?
জীবন-তরণী, দুখ-জলধির পার
সোদর-পবন বিনা দিতে পারে নরে?

হায়রে, যাদের সনে এক জননীর
সুকোমল অঙ্ক-'পরি যাপিনু জীবন,
হেরিলে যাদের মরি কভু আঁখি নীর
হৃদয় বিদরে, হয় সজল নয়ন।

যাদের সুচারু কান্তি, জিনি সুধাকর,
কিংবা বিকশিত কম-কমল-নিন্দিত,
অথবা, হৃদয়াকাশ শোভী বিভাকর,
বিষাদ বিনাশি দেয় সুখ অবিরত!

সহোদর ও সহোদরা।

অভিন্ন-জননী-স্তন্য যাহাদের সনে
আহা মরি করি পান ধরিনু জীবন ;
সহ-অনুভূতি যথা অতুল ভুবনে
স্নেহের আদিম ভূমি, নয়ন-রঞ্জন !

যেমতি এককবৃন্তে কুসুমনিচয়
অতুল সুষমা দেয় ফুল তরুগণে,
করিনু জননী-মন তথা সুখময়
শৈশব-যৌবনে মিলি যাহাদের সনে।

সেই ত সোদর আর সোদরার সনে
জ্বালিত বিবাদ-বহ্নি করোনা কখন,
উচিত তাদের সহ নিবাস মিলনে
এক মনে এক প্রাণে উজলি ভবন।

অগ্রজ জগতীপূজ্য মাননীয় জন
ভাবিবে অমর সম এ মর ভুবনে,
অনুজ তনুর সম স্নেহ-নিকেতন,
সতত তোষিবে তায় চারু আচরণে।

আদিজা ভগিনী হন জননীর পরে
নিখিল রমণী-মান্যা ধরার ভিতর,
অনুজা তনুজা সম মমতায় ধরে
নিয়ত এদের হবে হিত-সুখ-কর।

সতীর্থ।

যেমতি সুখিত এক পিতার সন্তান
 পরস্পর স্নেহ-পাশে বদ্ধ সদা রয়,
তেমতি, শিক্ষক যিনি পিতার সমান,
 সোদর সমান হয় তাঁর শিষ্য-চয়।

এহেতু সপাঠী সনে কখনো বিবাদ
 কিংবা অপবাদ দান তরে আচরণে,
করো না, বলো না কভু তায় কটুবাদ,
 তোষিবে সতত, যথা সহোদরগণে।

সুখে সুখী, দুখে দুখী হইবে তাহার,
 নিয়ত করিবে তার কুশল-চিন্তন,
বিপদে শকতিমত কর উপকার,
 স্নেহের নয়নে তায় কর দরশন।

ধন্য ধন্য সেই জন এ ভব-ভবনে
 সতীর্থে সমর্থ যেই প্রণয়-কমলে
মোদিত করিতে, সুখ-মধু-বিতরণে
 রাখিয়া হৃদয়-সরো-বিমল কমলে।

উদ্যম।

যতেক অধম জন,　　বিঘ্ন ভয়ে কদাচন,
নাহি রত হয় কোন কাজে।
মধ্যম মানব যত　　হইয়া বিঘ্ন-বিহত
আরব্ধ বিষয়ে ত্যজে লাজে।
উত্তম মানবগণ,　　উদ্যম-ভূষণ-ধন,
রত হয়ে আরব্ধ-সাধনে,
বিঘ্নে হয় প্রতিহত, তবু রহে স্থির-চিত,
সাধয়ে সে কাজ এক মনে।
তাই হে মানবগণ।　　ধরহ উদ্যম-ধন
পাইবে সকল সুখ ভবে,
ধরিয়া উদ্যম-অসি　ব্যাঘাত-পশুরে নাশি
ইষ্ট সাধি আনন্দিত হবে।
উদ্যম-আলোকমালা　করিবে হৃদয় আলা
আশা কিহে পূরে বাসনায়?
সুপ্ত বা অশক্ত যবে　　হরি হীনতর জবে
হরিণ বদনে তার যায়?
দুখ কিবা, এক মনে　সাধু কাজ সুসাধনে
রত হয়ে নারিলে সাধিতে?
নিজ-দোষ-বিনাশন,　　উদ্বেগের প্রশমন
অবশ্য হইবে তব চিতে।

আছে হে প্রাচীন গাথা প্রাচীন-বদনে গাঁথা
যথায় উদ্যম বিদ্যমান,
অলসতা নাহি যথা, কমলা অচলা তথা,
বিনয় বিক্রম পায় স্থান।
বিপদে পতিত যদি মোহে কাঁদে নিরবধি
তাহে তার বিপদ না যায়,
হুত হুতাশন প্রায়, ব্যসন বাড়য়ে তায়,
কভু কি বিপদ-পার পায় ?
বিপদে যাহার মন নাহি হয় উচাটন
সেই ত মহান্ মহীতলে,
তেমন ভুবন-মণি পরাজয়ে দিনমণি,
তার গুণে বিষে সুধা ফলে।

সঙ্গ।

যেমন লোকের সেবা করে নরগণ,
সেবিত যেমন জনে হয় অনুক্ষণ,
তেমন হইবে সেই মানব-আচার
কখনো নাহিক কিছু সংশয় ইহার।
অসতের সঙ্গে দোষী হয় সত যত,
সঙ্গদোষে শান্তনব গোহরণে রত,
দেখহ, তাপিত লৌহে পড়িলে জীবন
নাম মাত্র নাহি তার রহে কদাচন।

নলিনী-পাতায় হয় যখন পাতিত
মুকুতা-আকারে মরি হয় সুশোভিত,
যদি পড়ে স্বাতি যোগে শুক্তির মাঝে
অমূল্য মুকুতা হয়ে ভূতলে বিরাজে।
অধম, মধ্যম আর উত্তম ধরম,
সহবাসে অনায়াসে লভয়ে জনম।
কিন্তু, এর মাঝে এক ভেদ এই রয়
সাধু সঙ্গে গুণ তত সহজে না হয়,
যতেক সহজে হয় দোষেতে পতন
ততেক সহজ নহে উন্নতি-সাধন।
দেখ শিলা গিরি'পরে হয় আরোপিত
বহুল যতনে, কিন্তু সহজে পাতিত।
সুসঙ্গের গুণ কি বা করিব বর্ণন,
পরশ-পরশে হয় আয়স কাঞ্চন।
কুসুমের সনে কীট দেব-শিরে যায়,
অঙ্গার অনলযোগে উজ্জলতা পায়।
যদিও না পাও উপদেশ সাধু হতে
তথাপি সেবিবে তাঁয় সদা বিধিমতে,
যেহেতু সাধুর স্বৈর বচন-নিচয়
শাসন বলিয়া মান্য জেনো অসংশয়।
এহেতু সতের সঙ্গ অতি হিতকর,
সতত ধরহ নর দোষ-রাশি-হর।

ন্যায়।

সুনীতি-নিপুণ জন করুক নিন্দন,
অথবা, করুক স্তব মানস মোহন,
হউক সর্ব্বস্বনাশ, স্ব-গণ-নিধন,
কিংবা ধন-জনতায় পূরুক ভুবন,
অদ্যই হউক মৃত্যু অতি ভয়ঙ্কর,
অথবা, ঘটুক তাহা যুগ-যুগান্তর,
তথাপি, হে শিশু, যাঁর সুধীর-হৃদয়,
ন্যায্য পথ ত্যাজ্য তাঁর কভু নাহি হয়।

বরঞ্চ সুতুঙ্গ-শৃঙ্গ হতে মহীতলে
পতিত এ দেহ হোক শতধা উপলে,
অথবা, দশন-বিষ ফণীর বদনে
হউক দেহের পাত, কিংবা হুতাশনে,
তথাপি, হে শিশু, যাঁর সুধীর হৃদয়
ন্যায্য পথ ত্যাজ্য তাঁর কভু নাহি হয়।

সমুদিত যদি ভানু পশ্চিম গগনে,
অথবা দ্বাদশ দেহে দহে এ ভুবনে,
সন্তরণে তরে যদি মহোদধি নরে,
হিমালয় ঘোরতর যদি তাপ ধরে,
তথাপি হে শিশু! যাঁর সুধীর হৃদয়,
ন্যায্যপথ ত্যাজ্য তাঁর কভু নাহি হয়।

উপকার।

প্রকৃত ভূষিত নহে কুণ্ডলে শ্রবণ,
শ্রুতিই শ্রুতির হয় শোভন ভূষণ,
কঙ্কণ করের শোভা সাধিতে কি পারে ?
যেমতি প্রদানে পাণি সুষমায় ধরে।
তেমতি করুণাপর মানবের কায়,
চন্দন হইতে উপকারে শোভা পায়।
দেখহে আনত হয় তরু ফলধর,
নব-জল-ভারে নত হয় ঘনবর,
সম্পদে স্ব—পদ হেরি না হয় গর্ব্বিত,
পর-উপকারে এই নিয়ম বিহিত।

দুষ্ক্রিয়াকারী জ্ঞানী।

যে জন অজ্ঞান-তমো-মলিন-হৃদয়,
নিজ করণীয় কিছু জ্ঞাত সেই নয়,
এ হেতু ক্ষমার যোগ্য, অযোগ্য সে জন,
বাতুলে অতুল দোষ কে ধরে কখন ?
কিন্তু যে লভেছে বহু জ্ঞান-উপদেশ,
বিস্তর পুস্তক ছিঁড়ি পাকিয়েছে কেশ,

সে জন না করে যদি সাধু পথে গতি,
তা হতে কি আছে ভবে পামর দুর্ম্মতি ?
নিন্দার ভাজন সেই ঘৃণার আধার,
সুকৃতি বিহনে তার জ্ঞান হয় ভার,
পুরোগামী দীপধারী সমান যে জন,
অপরে দেখায় পথ, না দেখে আপন।

বচন।

বলিবে নিখিল লোকে সুনৃত বচন,
মিথ্যা প্রিয় বাণী নাহি বলিবে কখন।
অপ্রিয় বচন যদি হয় সত্যময়,
তবু তাহা নাহি বলে সাধু সদাশয়।
কিন্তু জটিলতাময় সংসার ভিতর,
এ ব্রত পালন নয় সতত সুকর,
সঙ্কটে বলিবে সত্য অপ্রিয় বচন,
তথাপি অনৃত প্রিয় বলো না কখন,
যে হেতু সত্যের জয় হয় চিরদিন,
অনৃতে নিরত নহে কখন প্রবীণ।

ক্ষমা।

ক্ষমাগুণ জগতের অতি হিতকর
এ গুণের গুণে হয় বশীভূত নর।
ক্ষমাগুণে নরে করে ত্রিভুবন জয়,
ক্ষমী ইহ পরলোকে লভে সুখচয়।
সুখময়ী ক্ষমা! তুমি বর দাও যারে
ক্রোধের শকতি কিবা পরশে তাহারে,
সে জন বিপুল-অরি সঙ্কুল সংসারে,
হইয়া অজাত-শত্রু সুখে বাস করে।
কি আশ্চর্য্য একি বীর্য্য দেখি ক্ষমা তব,
নিন্দায় বিতর তুমি সন্তোষ বিভব।
যদি কোন জন নিন্দে ক্ষমাশীল জনে,
তবে সেই লভে তোষ ভাবি ইহা মনে,
"নিন্দিয়া আমায় লভে সন্তোষ এজন
এ হতে সুখের কিবা আছে হে কারণ?
পরের সন্তোষ তরে অসুলভ ধন
বিতরে নিয়ত মরি সাধু নরগণ।"
শুনি ক্ষমী অপরের পরুষ বচন,
ক্ষমার ভবনে পশি লভে তোষ-ধন,
কিন্তু শোকাকুল হয় ভাবি ইহা মনে
শীলতা রহিত হল এ মোর কারণে।

হায়রে, এ গুণ মরি কত গুণ ধরে,
বর্ণিতে কে পারে তাহা ভুবন ভিতরে ?
প্রতি-অপকারে হয় পারক যে জন
ক্ষমা গুণ হয় তার পরম ভুষণ,
কিন্তু যেই অপারক প্রতি-অপকারে,
ক্ষমাশীল বলি সেও আদৃত সংসারে।
নিত্যক্ষমী মহা যোগী ইহ পর কালে
সুখের সাগরে ভাসে, না বাধে জঞ্জালে।
যদিচ নিয়ত ক্ষমা যোগী সমাদরে
তথাপি গৌরব তার সবে নাহি করে,
যেহেতু, নিয়ত-ক্ষমী সহে অপমান
হায়রে, মরণাধিক যার পরিমাণ।
নাহি মানে দাস, দাসী, অরি, পরিজন
জীবনে তাহার ঘটে সতত মরণ।
গ্রহণ করিতে তার রতন-নিচয়
নিয়ত নিরত কত দাসগণ হয়,
আসন, বসন, যান, বাহন, ভুষণ,
অথবা, ভোজন-পান-ভাজন, ভবন,
সকলি হরিয়া লয়, অধিকৃত জনে
আদেশ না পালে তার অনুচরগণে।
একারণ নিত্য ক্ষমা ত্যজে বহু জন
ক্ষমা কাল হেন রূপ করি নিরূপণ—

পূর্ব্ব-উপকারী জনে ক্ষমিবে সতত,
ঘটিলেও গুরুতর অপরাধ শত।
অজ্ঞানতা-বশে দোষী ক্ষমার আধার,
অভিজ্ঞতা-চয় নয় সুলভ সবার।
জ্ঞানবশে দোষী যদি বলে এ বচন—
'না বুঝে করেছি দোষ, ক্ষম মহাজন,'
তেমন কপটাচারী নরাধম জনে
লঘু দোষে গুরু দণ্ড কর অনুক্ষণে।
ক্ষমিবে নিখিল জীবে দোষে একবার,
দ্বিতীয়ে দণ্ডিবে, হৌক লঘু অপকার।
হেন রূপ বিচারিয়া সদা মনে মনে,
হৃদয় ভূষিত কর ক্ষমা-বিভূষণে।

কাল।

অধম সে, যেই বৃথা কাটায় সময়,
মধ্যম-বাসনা—কাল আরো কিছু রয়,
উত্তম তাহারে বলি, যেই মহাজন
সাধয়ে শকতি মত কৃতি অনুক্ষণ।
তাই বলি শিশুগণ! সদা একমনে
আপন করম সাধ, পরম যতনে।
নতুবা, বিগত কালে পাবে না কখন
অযুত অযুত ধন করি বিতরণ।

প্রকৃত মনুষ্য।

জিগীষার বশ নহে বিচার সময়,
ন্যায়-নিরূপণ যার বিচার-কারণ,
পর-অপকারে যেই নাহি রত রয়
উপকার অবিরত করয়ে সাধন।

দ্বেষের দেশেতে যেই না ফেলে চরণ,
না পশে বিলাসি-বাসে, বিশুদ্ধ-হৃদয়,
ক্রোধের উপরি ক্রোধ যার অনুক্ষণ,
সেই ত প্রকৃত নর, নরলোকে হয়।

মনে, মুখে আর কাজে সমভাব যার,
দীনের উপরি যেই সদা দয়াময়,
পাপে রতি মতি নাই, পুণ্যের আগার,
সেই ত প্রকৃত নর, নরলোকে হয়।

নিজ গুণ নিজ মুখে না করে প্রকাশ,
গুরুর নিকটে যেই নতভাবে রয়,
পরসুখে মনে যার সুখের বিকাশ,
সেই ত প্রকৃত নর, নরলোকে হয়।

আপন-সমান যেই হেরে সব নরে,
ঈশ্বরে ভকতি প্রীতি সদা যার রয়,
বিপদ-সময়ে যেই ধীরতায় ধরে,
সেই ত প্রকৃত নর, নরলোকে হয়।

বিদ্যা।

বিদ্যার সমান কি ধন ধরায় ?
বিদ্যাবলে নর কিবা নাহি পায় ?
বিদ্যাবশে হের ভূতল-নিবাসী
গণহে ভবনে বসি তারারাশি।
বিদ্যাবলে ভাবী ভূতের সমান,
বিজ্ঞান বিদ্যার ঘোষিছে সুমান,—
ভূতল-বিহারী বিহরে গগনে
গগন-বিহারী বিহগের সনে
যায় মাস-পথ দিবসের মাঝে
ধন্য হেন ধন, ভুবনে বিরাজে।
বিদ্যা মানবের রূপ সমধিক
বিদ্যাহীন জনে শত শত ধিক,
অগোপন তবু বিদ্যা-মহাধন,
হরিতে পারে না কভু চোরগণ।
বিদ্যা ভোগ, সুখ, যশোমান যত
সকলি বিপুল বিতরে নিয়ত।
বিদ্যা চারুসখা বিদেশ-গমনে
পরম দেবতা বাঞ্ছিত-সাধনে,
গুরুগণ-গুরু বিদ্যা মহাধন
সভায় সুবাস পরম শোভন,

স্বদেশে বিদেশে রাজার সকাশে,
অথবা, পণ্ডিত মণ্ডলীর বাসে
সকল সময়ে নিখিল আলয়ে
সুখময়ী বিদ্যা সুখদা হৃদয়ে।
কত যে সুখদ বিদ্যা মহাধন,
কেমনে তাহার বলি বিবরণ,
দেখ যবে নর সুত-শোকাতুর,
অথবা, সোদর-বিয়োগ-বিধুর,
কিংবা প্রেমময়ী পতিরতা-সনে
বিয়োগে অসুখী যবে হয় জনে,
অথবা, ললিতা ললনা-রতন
হারায় যখন প্রিয়-পতি-ধন,
তখন তাহার মানস তিমির
নাশিতে কে আনে সুখের মিহির?
তখন তাহার হৃদয়-যাতনা
কে হরে করিয়া করুণা, বল না?
প্রবল পবন সমান-চপল
মনে স্থিরতর কে করে বল?
দেখ হে, তখন কেবল শরণ
সাধু-মনোহর-গ্রন্থের পঠন,
সাধুর সহিত আর আলাপন
সংসার অসার বুঝে যাহে মন।

তাই হেরি সেই ভীষণ সময়
যাতনা হারক হয় এ উভয়—
বিদ্যাধন আর সাধু-সহবাস
যাদের অতুল মহিমা প্রকাশ।
তাই হে সংসার-বিষ তরুবরে,
কেবল যুগল সুধাফল ধরে
এই বাণীবলে জ্ঞানীজন গণে
পুরাকাল হতে এখনো ভুবনে।
আরো হের বদ্যা চারু সহচর
কেমন একাকী জনে সুখকর,
বান্ধব-বিহীন কারা-নিকেতনে
যদি কোন দোষে যায় জ্ঞানীজনে
অথবা, নিয়তি-বিপাক-কারণ
দ্বীপান্তরে যদি প্রেরিত সে জন,
(কেননা কুটিল জটিল ভুবন
অদোষেও করে দোষ-আরোপণ)।
তখন একক রহিতে তথায়
নাহি ঘটে তার কভু ঘোর দায়,
বিদ্যার সহায়ে বিস্তা-আলোচনে
মানসিক দুঃখ লাঘবে সে জনে,
কিন্তু হেন কালে অজ্ঞান যে জন
বিষম বিষাদে যাপে সে জীবন,

দুখের উপর দুখ রাশি তার
হৃদয়ে দ্বিগুণ করয়ে আঁধার।
তাই বলি বিদ্যা তব সম ধন,
এ ছার ভুবনে হবে কি কখন ?
মরি কি তোমার মোহিনী মূরতি
যে হেরেছে, সেই পেয়েছে পীরিতি,
সেজন তোমায় ভুলিতে কখন
পারে না পারে না ধরিয়া জীবন।
হায়রে, এমন চারু শুচি ধন,
নাহি যার পশু-সমান সে জন।
সু-বৃত্ত স-গুণ (১) মুকুতা-তনয়
মুকুট-সুকুলে কিবা শোভাময়।
গুণিজনগণ-গণনে গণিত
নাহি হয় যেই অধম-চরিত,
বন্ধ্যার অধিক জননী তাহার
নিয়ত বহেন ঘোর দুখভার।
সুতহীনা নারী এক দুখ সহে,
কু-সুতে সতত দেহ মন দহে।

---

(১) সুবৃত্ত—মুক্তাপক্ষে—সুগোল, তনয়পক্ষে—সচ্চরিত্র।
সগুণ—মুক্তাপক্ষে—উজ্জ্বলত্বাদি গুণযুক্ত,
তনয়পক্ষে—ভক্তি বিশ্বাস প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

কি দুখ তাহার বিদ্যা আছে যার,
স্বগুণে সে পায় বিপদের পার।
সম্পদের কালে সেই মহাজন
বিনয় সুগুণে তোষেন ভুবন।
পরকরে সদা মুর্খের জীবন
বুধকরে রহে শত শত জন,
এ দুয়ের ভেদ হেন লয় মনে
পূর্ণিমার যথা তামসীর সনে।

ধন।

ধনের ত্রিবিধ-গতি আছে নিরূপিত,
দান, ভোগ, নাশ নামে ভুবনে বিদিত।
আদিমে ধরম হয়, দ্বিতীয়েতে সুখ,
অন্তিমে নিয়ত ঘটে অতিশয় দুখ।
এ হেতু সুজন করে ধন বিতরণ,
বিলাসী দ্বিতীয় পথে করয়ে গমন,
কিন্তু হায়, কৃপণের ভাগ্য দুখময়
অবশ্য অন্তিম তারে ধরিবারে হয়।
ধনের গুণের কথা কি বলিব হায়,
ধনে অসুলভ কিছু না হেরি ধরায়

ধন্য, ধন! তব গুণ বর্ণিবারে নয়,
তব গুণে সব জনে সদা সুখে রয়।
কি ভবন, কি শয়ন, কি ভোজন পান,
তব তরে ঘটে সদা, সুখের সোপান।
তোমার অভাবে শীতে কত দুখ হয়,
নিদাঘে নিয়ত দাহে সহে জীবচয়।
বিজ্ঞানী অজ্ঞান হয় তোমার অভাবে,
অজ্ঞান বিজ্ঞানবিদ্ তোমার প্রভাবে।
তোমার করুণা কণা লভে যেই নর,
তার সম অনুপম কেবা ভাগ্যধর?
অজ্ঞান হইয়া সেই জ্ঞানীর আশ্রয়,
সে নির্গুণে গুণী বলি গুণীজন কয়।
নিদাঘে সে শীত সুখে, শীতে লভে তাপ,
প্রকৃতি-বিকৃতি করে তাহার প্রতাপ।
ঘোষিত তাহার যশঃ দেশে দেশে হয়,
নিরবধি উপাধিতে ভূষিত সে রয়।
চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য পেয়, যত সুভোজন,
নিয়ত তাহার করে তৃপিতি সাধন।
দুগ্ধফেণ-নিভ চারু সুশীত শয়নে
রচিত দ্বিরদ রদে, সুরভি ভবনে
শয়নেও তার হয় ক্লেশ-অনুভব,
ধন্য ধন্য বলি তোমা মানি রে বিভব!

হে ধন ! বাহন, যান সুখ-উপাদান,
তোমার করুণা বিনা কে করে বিধান ?
কে করে সু-মনোহর চারু উপবনে,
শয়নে নিরত মরি কুসুম-শয়নে ?
নিন্দনীয় কাজে কে বা প্রশংসা বিতরে ?
আবৃত কলুষরাশি হয় কার তরে ?
কে করে সামান্য গুণ প্রবীণ-আকার ?
অণুবীণ গুণ মরি ভবে আছে কার ?
পরমুখে অন্নচাকে সদা যেই নরে
সেও হয় গুণগ্রাহী বল কার তরে ?
কু-কুল-সম্ভব জন কার কৃপাবলে
সু-কুলীন হতে মান্য হয় মহীতলে ?
হে ধন ! কেবল তব মহিমার তরে
হেন ভাব ঘটে সদা ভুবন-ভিতরে।
তাই তোমা শত শত ধন্যবাদ-দান
করেছি, করিব, করি সুখের নিধান !
কিন্তু, অর্থ ! পরমার্থ তুলনায় তুমি,
অণুমিত প্রশংসিত নহ সুখভূমি।
সুখপ্রদ তুমি হও ক্ষণেকের তরে,
অনন্ত কালের সুখ সে ধন বিতরে।
হে ধন ! নিধন ভয় আবাসে তোমারি,
সে ধন নিধন ভয় বিদূরে সবার।

তোমার পরশে হয় গরব সবার,
সে ধনে গরব-রব নাহি রহে কার।
ক্ষণ-স্থায়ী পরিজন তোষে তোমা তরে
কিন্তু, চির-সুখ-দাতা সে ধন বিতরে,
ধৈর্য্য-পিতা, ক্ষমা-মাতা, শান্তি-প্রণয়িনী,
শম দম সহোদর, করুণা ভগিনী,
সত্য সুত, পূত তিন তনয়া—ভকতি,
জগদীশ-রতি আর কুপথে-অগতি।
তোমার চরম ফল বিষম ভীষণ,—
শোক, তাপ, হত্যা, দাহ, প্রণয়-ভঞ্জন,
কিন্তু, সে পরম ধনে যে করে সেবন,
চরমে পরম পদ লভে সেই জন।

আত্ম-গুণ-প্রশংসা।

কুসুম সৌরভ কভু কুসুমে না বলে,
সরসী বিমল কভু বলে নিজ জলে?
নিজ রূপ অপরূপ বলে কি কখন
চপলা-শোভন ঘন চারু-দরশন?
সুধাময় সুধাকর-কিরণ-নিকর,
নিশানাথ বলে কারে ভুবন ভিতর?

তথাপি তাদের গুণ বিদিত কে নয় ?
প্রকাশ গুণের গুণ জানিবে নিশ্চয়।
তাই বলি শিশুগণ ! যদি গুণ রয়
আপনি প্রকাশ পাবে, হবে মহীময়,
স্বগুণ প্রকাশ করি আপন-বদনে
গরবে মলিন কভু করোনা জীবনে।

মৃত্যু।

ওহে নাথ ! দয়াময় জগতী-কারণ !
যে দিকে যখন প্রভু ফেলি দুনয়ন,
তাতেই তোমার কীর্ত্তি হেরি দীপ্যমান
সকলি কল্যাণ-তরে, করুণা-নিধান !
বিশেষ শরীর-শেষ মৃত্যুর সৃজন,
প্রকাশে অসীম দয়া তব, নিরঞ্জন !
যে মৃত্যু-স্মরণে হিয়া কাঁপে থর থরি,
যে মৃত্যু নিখিল সুখ লয়ে যায় হরি,
যে মৃত্যুর সনে সবে দেয় উপমান
যতেক কঠোর ক্লেশ আছে বিদ্যমান।
যে মৃত্যু ঘটনে দুখ-জলধি-জীবনে,
জীবন মগন করে পরিবারগণে,

হায়রে, এহেন মৃত্যু সুখের কারণ,
কেমনে বিশ্বাস-হীন বলে এ বচন ?
কিন্তু, যার হৃদাকাশে তব করুণায়
জ্ঞানের বিমল শশী বিকাশে ত্বরায়,
যাহার মানস-অলি সুধার কারণ
চরণ-কমল তব করে অন্বেষণ,
বিশ্বাস, ভকতি, প্রীতি যাহার ভূষণ
নিশ্চয় এ বাণী সেই বলে অনুক্ষণ।
পাপময় তাপময় ভুবন-ভিতরে.
মৃত্যুর অভাব হ'লে ক্ষণেকের তরে
হায়রে, কত যে দুখ উপজে অধিক
না বুঝে বিবাদে যেই, তারে শত ধিক।
পরিহরি পুরাতন মলিন বসন,
নূতন বসন যথা পরি নরগণ
কিংবা দেশান্তরগত আপন ভবনে
আগত হইয়া যথা সুখী হয় মনে,
তেমতি মৃত্যুর পরে সুখরাশি হায় !
আ মরি ! এ হেন মৃত্যু কেবা নাহি চায় ?
দেখ, দেশান্তর-গত কুমার যেমন
স্ব-কার্য্য সাধিয়া দেশে করিলে গমন,
আনন্দিত হয় সবে তার আগমনে,
আগত কুমার সুখে রহে অনুক্ষণে,

কিন্তু, যদি পরিহরি করণীয় যত,
দেশান্তর হতে গৃহে হয় সমাগত,
তা'হলে তাহার কেহ না করে আদর
অসুখে জীবন যাপে সদা সে পামর।
তেমতি অকাল-মৃত্যু অতি দুখময়,
তাই ত তাহার সেবা সমুচিত নয়।
কিন্তু, যথাকালে আহা! দেহ-পরিহার
অসীম সুখের সেতু, শান্তির আগার।

যাহাকে যেরূপ উপদেশ দান কর্ত্তব্য।

যেই উপদেশে নাই যার অধিকার
　কদাচ তাহায় তাহা না দেয় সুজন,
আমিষ পোষক বলি বাসনা কাহার
　স্তনন্ধয়ে দিতে, বল সেই সুভোজন?

উচ্চতর উপদেশ অশিক্ষিত জনে
　দানিলে বিষম ফল হইবে নিশ্চয়,
যেমতি প্রখর তেজ ভেষজ-সেবনে
　বলাধান দূরে থাক্‌; জীবন-সংশয়।

শিক্ষিতে প্রদান কিন্তু উচ্চ উপদেশ
সতত উচিত হয়, সামান্য বিফল—
বলিষ্ঠ যুবারে দিলে সুখাদ্যের লেশ
সবল শরীর তার হইবে বিকল।

তাই বলি শিশুগণ! যখন যেমন
মনের উন্নতি তথা লহ উপদেশ
অনল-জ্বালনে বটে তৃণ প্রয়োজন
রাখিতে কি পারে তায় দারু বিনা শেষ?

পরিবর্ত্তন।

যে পুরী মনুজ-গজ-বাজি-রাজিময়
আনন্দ-সাগর যথা সদা বিরাজয়
তথায় কুরঙ্গ-সিংহ ভীষণ মহিষ
অসম্ভব নহে ইহা রবে অহর্নিশ।
যে নদী ভীষণবেগে নাশিয়া দু কুল
পণ্যময়-পোতবাহে করিছে আকুল,
সেই স্রোতস্বতী-গতি ক্রমে মৃদু হবে
পরে তার নাম লোপ হইবে এ ভবে।
যে জন কটাক্ষে আজি হেরে না অপরে,
নিধন-কারণ-ধন-অভিমানে মরে,

হয় ত সে ধনী হবে লালায়িত পরে
স্বোদর-পূরণ হেতু মুষ্টিভিক্ষা তরে।
গর্ব্বিত মানবগণ মান-নাশ-ডরে
অহঙ্কারে আজি যারে পরশে না করে
হয় ত দুদিন পরে তাহার চরণ
করিবে বিষম দুখে শিরো-বিভূষণ।
যেনরূপ নানারূপ যথায় তথায়,
ভাবান্তর নিরন্তর হতেছে ধরায়
তাই বলি চির-দিন এক ভাবময়
জানিবে নিশ্চয়, শিশু! কখনো না হয়।

বিনয়।

কুসুম সৌরভ-হীন বিফল যেমন,
জ্ঞানধন বিনা যথা বিফল জীবন,
বসন বিহনে যথা ভূষণ বিফল,
তেমতি বিনয় বিনা সুগুণ-সকল।
দিনমণি বিনা যথা না শোভে ভুবন,
মধুরতা বিনা বাণী শোভে না যেমন,
আস্তিকতা বিনা যথা তপোময় ফল,
তেমতি বিনয় বিনা সুগুণ সকল।

রিপুজয় বিনা যথা বিভু-আরাধনা,
সবল শরীর বিনা ভোগের বাসনা,
হইবে নিখিল গুণ বিফল তেমন,
যাবত না পাবে শিশু বিনয়-রতন।

প্রণয় বা বন্ধুত্ব।

আহা কিবা মহাধন প্রণয় রতন
যে ধনের গুণে সুখী হয় দুখীজন,
ভকতি, বৎসলভাব আদি গুণ যত
সকলি সুধন বলি জগতে বিদিত।
কিন্তু এই মহাধন যে সুখ বিতরে,
সে সুখ করিতে দান পারে কি অপরে ?
অনন্ত আনন্দদায়ী সুধাপান তরে,
লোলুপ যখন সুধী সাধু মধুকরে,
তখন ব্যাঘাতময় কণ্টক নিচয়,
সখা বিনা দূর করে কোন্ সহৃদয় ?
সখার মোহনরূপ হেরিলে নয়ন
বরষে পুলক-অশ্রু অজস্র তখন
বিষাদ মলিন মন সুবিশদ হয়,
বদন কমল ফুল্ল হয় শোভাময়।

সুধাময় "সখা" নাম জুড়ায় শ্রবণ,
কথনে অকথ্য সুখে করয়ে মগন।
শশিহীন নিশা যথা, রবিহীন দিন,
অথবা ভোজন পান যথা রস-হীন,
তেমতি মলিন আর দুখদ জীবন
যাবত না পায় নর "সখা" দরশন।
হে সখে ! হৃদয়চন্দ্র ! হৃদয়-মোহন,
সুচারু মূরতি ! সুধা মধুর বচন !
মানস-সরসে তুমি বিকচ কমল,
জীবন বাসরে সদা মিহির বিমল,
ভবরণভূমে তুমি ভীম সেনাপতি,
অনুদ্যম বিষ নাশে পীযূষ মূরতি,
মকর কুম্ভীরপূর্ণ এ হৃদি সাগরে
আছ তুমি মণিমুক্তা রতন আকারে,
এ মনোনন্দনে তুমি কল্পতরু সম,
সংসার-সাগরে তুমি তরি অনুপম,
ধন্য, ধন্য, সেই সাধু সুধী নরগণ,
নিয়ত লভয়ে যারা তব দরশন।
হে সখে ! অগণ্য ধন্যবাদ করি দান,
তুমি হে অশেষ গুণ-শকতি-নিধান
সসীম ভাষায় তব শকতি বর্ণন
হয় না, হয় না, কভু হৃদয়-রঞ্জন !

অনন্ত কালের মম ওহে ভালবাসা!
তেঁই এ সুদীন জন ছাড়িল সে আশা (১)।
তোমার প্রণয়-সুধা সাগর ভিতরে
ডুবিনু তোমায় স্মরি চিরকাল তরে,
ভিন্ন স্থিতিলোপ মম হইল, এখন
তুমি আছ, তেঁই আছি জানুক ভুবন।

বিবিধ উপদেশ।

বাহিরে মধুর আর গরল অন্তরে
এহেন বচন আনে বদনে যে নরে,
অধম সে জন, লোকে বলে তায় খল,
অসার জীবন তার জনম বিফল।
সামান্য মানবগণ প্রতনু হৃদয়
তেঁই তারা হৃদিগত অপ্রিয় বিষয়
প্রকাশে সহসা, কিন্তু মনীষী সুজন
সে সবে নীরবে করে হৃদয়ে পোষণ।
পর উপকারে রত সহজে সুজন,
পরের উন্নতি তেঁই আনন্দ কারণ,
অপকার পরায়ণ খলের নিকর
অন্যের উন্নতি তেঁই হৃদি রোগকর।

---

(১) গুণবর্ণনের আশা।

উত্তমের পরহিতে নাহি তাপ হয়,
মধ্যম সে তাপে রাখে গোপনে নিশ্চয়,
কিন্তু নরাধমগণ ব্যথিত মানসে
সে তাপে সকল কাছে সতত প্রকাশে।
তাপ নহে নিরাকৃত কভু হয় যায়
এহেন খলতা-লতা খ-লতার প্রায়।
সুমনোবর্জ্জিত দোষ দূষিত বিফল (১)
কেমনে ধরিবে তায় বিবুধ সকল।

স-মান সমানে করে সমান উত্তর,
নীচে নাহি বাণী বলে সাধুর নিকর,
দেখ হরি ঘনধ্বনি প্রতিধ্বনি করে,
গোমায়ুর রবে রহে নীরবে গহ্বরে।

কর্ম্মঠ শরীর আর বিচিত্র বচন,
কুশাগ্র সমান বুদ্ধি, গিরি সম ধন,
বিফল সে সবে যদি না রহে কখন,
ক্রমশঃ সুমতি, সত্য, পাঠ, বিতরণ।

রণজয়ী নহে শূর প্রকৃত কখন
জিতেন্দ্রিয় হন সত্য শূরত্ব-ভাজন,

---

(১) সুমনোবর্জ্জিত—পুষ্পহীন পক্ষান্তরে মনীষিগণ পরিত্যক্ত
বিফল—ফলশূন্য, অন্যপক্ষে উপকাররহিত।

বচন-পটুতা হ'লে বক্তা নাহি হয়,
সুবক্তা সুনৃত-বাদী জানিবে নিশ্চয়।

একক নিশ্বাসে গত যে পরাণ হয়,
অসীম জীবন সনে উপমেয় নয়,
সেই তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী পরাণ কারণ
মলিন কি করে সাধু অনন্ত জীবন ?

ভিকারী সকল করে করিয়া ভাজন,
ঘরে ঘরে ফিরে কেন ? জান কি কারণ ?
ভিক্ষা তরে নহে শিশু জানিবে নিশ্চয়
কেবল অদান ফল ঘোষে বিশ্বময়।

জননী জনক আর সহোদরগণে
উপকারী নহে বল, কে আছে ভুবনে ?
অপকারী জনে শিশু, যার আচরণ
সাধু, তারে সাধু বলি বলে সাধুগণ।

নিজ হানি করি করে পর-উপকার
সেই ত পরম সাধু, সন্দেহ কি তার ?
না করি আপন হানি পর-উপকারে
সামান্য মানবগণ রত এ সংসারে,

মানুষ-রাক্ষসগণ নাশে পর হিত
আপন হিতের তরে জগতে বিদিত,

কিন্তু যেই পর হিত নাশে অকারণে
কি নাম হইবে তার জানিব কেমনে ?

বাঘিনী সমান জরা করিছে তর্জ্জন,
রিপু সম রোগে করে দেহে প্রহরণ,
কায়-ভগ্নঘট হতে আয়ুবারি যায়
তথাপি অহিতাচারী মানব কি দায় !

অনিত্য শরীর, যাহে এতেক যতন,
নশ্বর বিভব, যাহে এত আকিঞ্চন,
শিয়রে শমন বসে রহে সদা তায়,
তথাপি অহিতাচারী মানব কি দায় ॥

ধরম করম-হীন দিন যায় যার
লৌহকার ভস্ত্রা সম নিশ্বাস তাহার,
জীবন মরণ সম, কিবা কাজ তায়,
তথাপি অহিতাচারী মানব, কি দায় !!!

সম্পূর্ণ।